সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)

হাদিস নাম্বারঃ ১৯৪৭

৩০/ সাওম/রোযা (كتاب الصوم)

পরিচ্ছেদঃ ৩০/৩৭. সওম করা ও না করার ব্যাপারে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করতেন না।

بَاب لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ

আরবী

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

বাংলা

১৯৪৭. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে সফরে যেতাম। সায়িম ব্যক্তি গায়ের সায়িমকে (যে সওম পালন করছে না) এবং গায়ের সায়িম ব্যক্তি সায়িমকে দোষারোপ করত না। (মুসলিম ১৩/১৫, হাঃ ১১১৮) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৮০৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৮২০)

English

Narrated Anas bin Malik:

We used to travel with the Prophet (ﷺ) and neither did the fasting persons criticize those who were not fasting, nor did those who were not fasting criticize the fasting ones.

হাদিসের শিক্ষা

* এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১। এই হাদীসটির দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, রমাজান মাসে সফরে রোজা পালন করা এবং রোজা ভঙ্গ করা বৈধ।

২। এই হাদীসটির দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত ইসলাম উদারপন্থা ও নমনীয়তার ধর্ম। তাই রমাজান মাসে সফরের অবস্থায় রোজা পালন করার বিষয়ে কাঠিন্য বা কঠোরতা অবলম্বন করা হয় নি। সুতরাং যে ব্যক্তি রমাজান মাসে সফরের অবস্থায় থাকবে, সে ব্যক্তি ইচ্ছা করলে রোজা পালন করবে, ইচ্ছা করলে রোজা ভঙ্গ করে অন্য সময় রোজা পালন করে নিবে।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=25878

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন